গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
বাস্তবায়ন ও মনিটরিং শাখা
www.cabinet.gov.bd

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির তৃতীয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	ঃ	এম আবদুল আজিজ এনডিসি, মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
তারিখ	ঃ	১২ জুন ২০১১
সময়	ঃ	সকাল ১০.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট - 'ক'

কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি জানান যে, সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহকে দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ হিসেবে গত ০২-০৬-২০১০ তারিখ কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করেছে। ইতোমধ্যে উক্ত কমিটি গঠনের মেয়াদ একবছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক গত ১৪-০৭-২০১১ তারিখ ও ৩০-১২-২০১১ তারিখে ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে সামাজিক সুরক্ষা ও সামাজিক ক্ষমতায়ন এ দু'টি লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। সে মোতাবেক ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২২ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে যা জাতীয় বাজেটের শতকরা ১৩.৫ ভাগ।

২। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা) এবং ফোকাল পয়েন্ট সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ-কে অনুরোধ করেন।

২.১ আলোচনা ঃ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের সর্বশেষ অগ্রগতি;

অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা) এ কর্মসূচির সর্বশেষ অগ্রগতি সভাকে অবহিত করেন এবং বলেন যে, ২১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি অবহিত করেন যে, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রেরিত না হওয়ায় সর্বশেষ অগ্রগতির প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করা সম্ভব হয়নি। সভাপতি মন্ত্রণালয়ভিত্তিক কর্মসূচিসমূহ সমন্বয়ের মাধ্যমে গত একবছরের কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি আগামী সভায় উপস্থাপনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ জন্য জুলাই ২০১১ এর মধ্যে বিস্তারিত তথ্য হালনাগাদ করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

২.২ আলোচনা ঃ জেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত পরিবীক্ষণ কমিটির কার্যক্রমের অগ্রগতি;

অতিরিক্ত সচিব (প্রসওবা) সভাকে জানান যে, এ পর্যন্ত ৭টি জেলায় জেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি পরিবীক্ষণ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে মর্মে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। অন্যান্য জেলাতেও সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত থাকায় অগগ্রতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে পারেনি। সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটির রূপরেখা নিয়ে আলোচনাকালে জানান যে, উক্ত কমিটিতে উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে অন্তর্ভুক্ত করা প্রয়োজন। কেননা এ সমস্ত দপ্তরের নির্দিষ্ট সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি রয়েছে। সভাপতি উল্লিখিত কর্মকর্তাবৃন্দকে উক্ত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করেন।

২.৩ আলোচনা ঃ মানিকগঞ্জ জেলায় পরিচালিত জরিপের প্রতিবেদন;

উল্লিখিত বিষয়ে মহাপরিচালক, পরিসংখ্যান বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত বিষয়ে মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলায় পরিচালিত কেইস স্টাডির বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপন করেন। উক্ত কেস স্টাডির ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, সেখানে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির মধ্যে ২৫টি কর্মসূচিতে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৬৩,৫০০ জন এবং একক কর্মসূচি হিসেবে ভিজিএফ কর্মসূচিতে উপকারভোগীর সংখ্যা ৩৫,৭৯৪ জন। তাদের সম্পাদিত জরিপে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপকারভোগীদের বিদ্যমান তালিকা থেকে দ্বৈততা চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া কোন কর্মসূচির তালিকায় জাতীয় পরিচয়পত্রের নম্বর পাওয়া যায়নি বিধায় একাধিক কর্মসূচির সুবিধা গ্রহণকারীদের চিহ্নিত করার পন্থা নির্ধারণ সম্ভব হয়নি। এ জন্য পরিসংখ্যান বিভাগ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত উপকারভোগীদের ছবি সম্বলিত স্মার্ট কার্ড প্রবর্তনের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ হিসেবে কম্বোডিয়ার অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন এবং সে অনুযায়ী বাংলাদেশেও জরিপ পরিচালনা করা যায় কিনা এ বিষয়ে মতামত আহ্বান করেন। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচনে কম্বোডিয়ার আদলে জরিপ পরিচালনার জন্য স্কোর কার্ডের একটি নমুনা উপস্থাপন করেন যা সময়, ব্যয়, শ্রম সাপেক্ষ এবং অতিরিক্ত তথ্যবহুল বলে উপস্থিত সদস্যবৃন্দের অনেকে মন্তব্য করেন। এক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদে পরিশোধিত ট্যাক্স প্রদানের হিসাব বিবেচনায় উপকারভোগী নির্বাচনের বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় যা অধিক গ্রহণযোগ্য বলে সদস্যগণ অভিমত ব্যক্ত করেন। আলোচনায় স্মার্ট কার্ড প্রণয়নের বিষয়ে সময়, অর্থ এবং বাংলাদেশের উপযোগিতা নিয়ে অনেক সদস্যই দ্বিমত প্রকাশ করেন। ফলশ্রুতিতে সভাপতি আগামী ৭ কার্যদিবসের মধ্যে এ বিষয়ে কোন মতামত থাকলে সংশ্লিষ্ট সকলকে লিখিতভাবে সচিব, পরিসংখ্যান বিভাগ বরাবরে প্রেরণ করার অনুরোধ জানান।

২.৪ আলোচনা ঃ নাগরিকের মৌলিক উপাত্ত কাঠামো (CCDS);

২.৪.১ একসেস টু ইনফরমেশন কর্মসূচি (এটুআই) এর পলিসি এ্যাডভাইজার জনাব আনির চৌধুরী নাগরিক উপাত্ত কাঠামো বিষয়ে একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন। **CCDS -র প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি জানান যে - বিভিন্ন সরকারী সংস্থায় নাগরিকের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্তের সুষ্ঠু সমন্বয় (interoperability) না থাকায় সরকারের বিভিন্ন নাগরিক সেবার চিত্র পরিস্কার নয় - যেমন: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ। এছাড়াও মৌলিক তথ্য-উপাত্তগুলি প্রায়শই একজন নাগরিককে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্নভাবে সরকারি সংস্থায় জমা দিতে হয় এবং সরকারী সংস্থাসমূহে অনেক তথ্য-উপাত্ত, উপাত্তের নির্দিষ্ট নাম, দৈর্ঘ্য, সংকেত গুলির নিয়ম (Encoding Rules) ইত্যাদি প্রায় সব বিষয়েই ভিন্নতা ও অনিয়ম রয়েছে।** তিনি জানান, দেশে পরিচালিত কর্মসূচিসমূহে উপকারভোগী/নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফরম ব্যবহার করা হয়। সে কারণে ভিন্ন ফরমের পরিবর্তে একটি প্রমিত ও সমন্বিত ফরম প্রচলন করা গেলে নাগরিকদের তথ্য একটি ডাটাবেজে সংরক্ষণপূর্বক তা বিভিন্ন কার্যক্রমে সহজে ব্যবহার করা সম্ভব হবে। এতে অনেক সময়, শ্রম ও অর্থ সাশ্রয় হবে।

২.৪.২ তিনি এ বিষয়ে একটি খসড়া ফরম প্রদর্শন করেন যাতে ১০টি আবশ্যিক এবং কিছু সংখ্যক ঐচ্ছিক ডাটা ফিল্ড রয়েছে **এর মাধ্যমে যে সুবিধা পাওয়া যাবে তাহলো "নাগরিকের সর্ব-স্বীকৃত মৌলিক তথ্য-উপাত্ত ও এর কাঠামো সুনির্দিষ্ট হবে, অভিন্ন কাঠামোয় তথ্য-উপাত্তের আদান প্রদান সহজতর হবে এবং তথ্য-উপাত্তের দ্বৈততা পরিহার করা সম্ভবপর হবে।** এ বিষয়ে আলোচনাকালে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন যে, সকল তথ্য উপাত্তের প্রমিত মানের ক্ষেত্রে বিবিএস প্রবর্তিত কোড ব্যবহার করা হবে। আলোচ্য ফরমটি চূড়ান্ত করার জন্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে বলে জানানো হয়। পক্ষান্তরে পরিসংখ্যান বিভাগ স্মার্ট কার্ড প্রবর্তনের জন্য পাইলটিং ভিত্তিতে যে জরিপ কাজ পরিচালনা করবে সেটি এটুআই-এর সাথে সমন্বিতভাবে করা হলে তা নাগরিক তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণে অধিক কার্যকর ও ফলপ্রসূ হতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

এ প্রসঙ্গে সভায় আলোচিত হয় যে, একটি সমন্বিত ডাটাবেজ প্রস্তুত করার জন্য যথেষ্ট সময় প্রয়োজন। এর মধ্যবর্তী সময়ে উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে ডাটাবেজ প্রস্তুত করে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সভায় মতামত আহ্বান করা হয়। এক্ষেত্রে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিকেন্দ্রিক একটি ছকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাদের পরিচালিত কর্মসূচিসমূহের উপকারভোগীর তথ্য সংগ্রহ করতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করা হয়। এতে করে আপাততঃ উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন কর্মসূচির উপকারভোগীর দ্বৈততা সনাক্তকরণে স্থানীয় পর্যায়ের এ ডাটাবেজ সাময়িকভাবে যথেষ্ট ফলপ্রসূ হবে।

৩। **সিদ্ধান্ত;**

৩.১ উপজেলা সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটিতে উপজেলা প্রকৌশলী, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তাগণকে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সংশোধিত একটি প্রজ্ঞাপন জারি করতে হবে।

৩.২ আগামী ১৫ জুলাই ২০১১ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কর্মসূচির গত এক বছরের অগ্রগতি কার্যক্রম নির্ধারিত ছকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৩.৩ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ তাদের পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কর্মসূচিসমূহের উপকারভোগীদের উপজেলাভিত্তিক ডাটাবেজ আগামী জুলাই ২০১১ এর মধ্যে তৈরি করে উপজেলা পর্যায়ে সংরক্ষণ করবে।

৩.৪ পরিসংখ্যান বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই কর্মসূচি নাগরিক মৌলিক উপাত্ত কাঠামো (সিসিডিএস) বিষয়ে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

৩.৫ আগামী ১২ জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া নির্বাচন কমিশনের জাতীয় পরিচয়পত্রের দ্বিতীয় পর্যায় প্রকল্পটিতে নাগরিকের খানাওয়ারী তথ্য সন্নিবেশপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিতে ব্যবহারযোগ্য একটি সমৃদ্ধ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরিসংখ্যান বিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাথে জরুরী ভিত্তিতে সমন্বয়পূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে অবহিত করবে।

৩.৬ পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রস্তাবিত স্মার্ট কার্ডের বিষয়ে কোন মতামত থাকলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ আগামী ০৭ কার্যদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে সচিব, পরিসংখ্যান বিভাগকে জানাবে এবং তার একটি অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করবে।

৩.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসনিক সংস্কার ও বাস্তবায়ন)-এর সভাপতিত্বে এটুআই কর্মসূচি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, পরিসংখ্যান বিভাগ, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রকল্পের প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি সভা করে সিসিডিএস-এর একটি গ্রহণীয় ফরমেট প্রস্তুত করবে।

(এম আবদুল আজিজ এনডিসি)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব
এবং
আহ্বায়ক
সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি সংক্রান্ত
কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটি।